নিরাপদ জীবনের জন্য সেফটি টিপস

পাহাড়ধস বা ভূমিধসে করণীয়

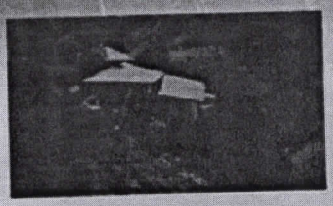

সম্প্রতি পাহাড়ধসে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। সাবধান ও সচেতন থাকলে এসব ক্ষেত্রে জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। পাহাড়ধসের দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়াতে নিম্নের শর্তগুলো মেনে চললে সুফল পাওয়া যাবেঃ

পাহাড়ধসের আগে বা শান্তিকালীন সময়ে করণীয়

পাহাড়ের ঢালে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ঘরবাড়ি নির্মাণ বন্ধ করুন।

আপনার বাসস্থানের চারপাশের ভূমির প্রকৃতি সম্পর্কে জানুন এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হোন।

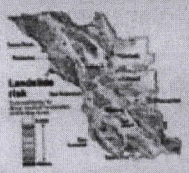

জরুরি মুহূর্তে অনিরাপদ ভবন ত্যাগের একটি পূর্ব-পরিকল্পনা গ্রহণ করুন এবং জরুরি বর্হিগমন প্রক্রিয়া অনুশীলন করুন।

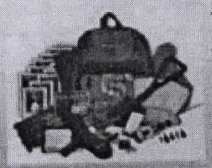

জরুরি মুহূর্তে ব্যবহার্য সামগ্রী আগে থেকেই একটি ব্যাগে সংরক্ষণ করুন এবং হাতের কাছে রাখুন।

প্রকৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন মেনে চলুন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সচেতন হোন, নিরাপদে থাকুন।

পাহাড়ের মাটি, গাছপালা কাটা থেকে বিরত থাকুন।

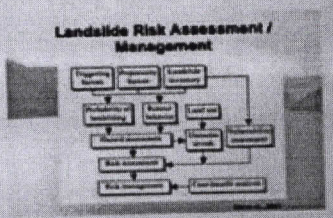

পাহাড়ধস সংঘটিত হলে কিভাবে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হয় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিন এবং পরিবারের সকল সদস্যের সংগে আলোচনা করুন।

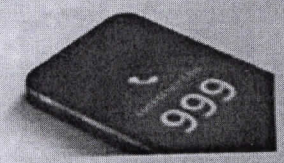

আপনার এলাকার উদ্ধার ও অন্য সেবা সংস্থাগুলির (ফায়ার সার্ভিস, এ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ ইত্যাদি) জরুরি টেলিফোন নম্বর জেনে নিন এবং প্রয়োজন মুহূর্তে সাহায্যের জন্য দ্রুত সংবাদ দিন।

দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য/সংবাদ জানার জন্য ব্যাটারি চালিত রেডিও সংরক্ষণ করুন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

পাহাড়ধস বা দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয়

পাহাড় বা ভূমিধস শুরু হলে কিংবা ভূমিধসের আলামত টের পেলে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।

কোন মূল্যবান সামগ্রী সাথে নেওয়ার জন্য সময় ব্যয় করবেন না।

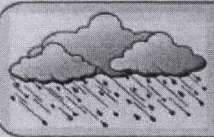

ভারি বৃষ্টিপাত হলে ভূমিধস সংঘটিত হতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

ভূমিকম্পের ফলেও ভূমিধস সংঘটিত হতে পারে। এ বিষয়ে সচেতন ও সাবধান থাকুন।

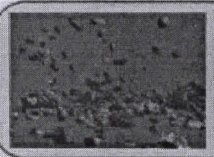

কিছু অস্বাভাবিক শব্দ (যেমন গাছপালা ভেঙ্গে পড়া/নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়া) ভূমিধসের পূর্ব আলামত।

ভূমিধসের আশঙ্কা সৃষ্টি হলে সতর্ক ও জাগ্রত থাকুন। পরিবারের সকল সদস্যকে সতর্ক করুন।

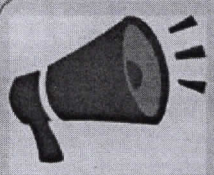

স্থানীয়া প্রশাসন/নিরাপত্তা সংস্থার নির্দেশ পেলে দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ স্থান/অবস্থান ত্যাগ করুন এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন। যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসকে সংবাদ দিন।

পাহাড়ধস-পরবর্তী করণীয়

পাহাড়ধস এলাকা থেকে দূরে থাকুন।

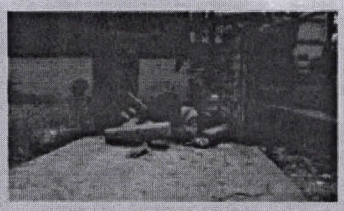

ভূমিধসে কেউ আটকাপড়ার বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার তথ্য জানলে তা ফায়ার সার্ভিসকে অবহিত করুন এবং আঘাতপ্রাপ্ত বা স্বল্প আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারে এগিয়ে আসুন। উদ্ধার কর্মীদের কাজে সহায়তা করুন।

আপনার প্রতিবেশীর পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা চলাফেরায় অক্ষম লোকজনকে উদ্ধারে/নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সহায়তা করুন।

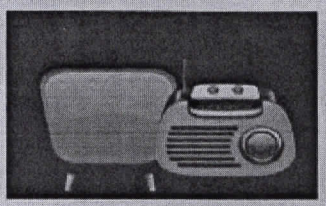

দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য জানা, দুর্যোগ পরবর্তী ঘোষণা জানার জন্য রেডিও, টিভির সংবাদ বুলেটিন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

লার দুর্ঘটনায় করণীয়

বয়লার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যা করা দরকার

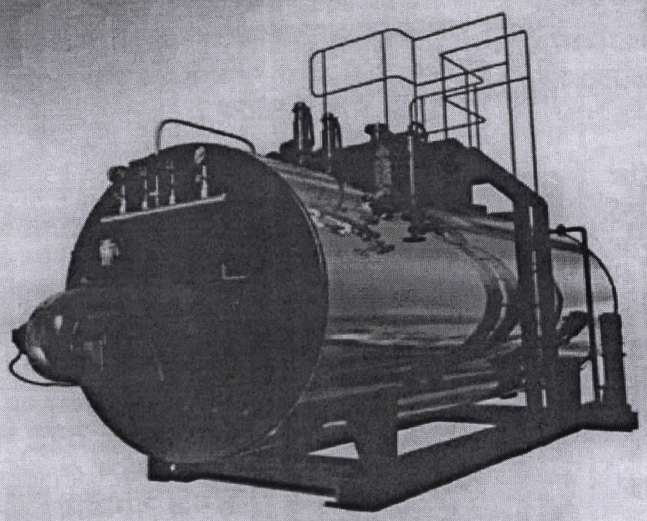

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে বয়লার বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে গাজীপুরের কাশিমপুরে অবস্থিত মালটিফ্যাবস লিমিটেড কারখানায় ২০১৭ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত বয়লার বিস্ফোরণে ১৩ জনের প্রাণহানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিম্নের ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করা যেতে পারেঃ

- স্টিম কনজাম্পশন ক্যাপাসিটির দেড়গুণ স্টিম প্রডাকশন ক্ষমতাসম্পন্ন বয়লার ক্রয় করা এবং সকল ডেড ওয়েট সিস্টেম বয়লার সেফটি ভাল্ব প্রতিস্থাপন করে স্প্রিং লোডেড/ আধুনিক সেফটি ভাল্ব প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।
- BNBC, Part-4, Appendix (11) অনুযায়ী বয়লার রুমে ৪ ঘন্টা অগ্নি প্রতিরোধক দেয়াল নির্মাণ এবং দুই ঘন্টা অগ্নি প্রতিরোধক দরজা স্থাপন করা প্রয়োজন।
- বয়লার রুম ম্যানুয়াল অনুযায়ী নির্মাণ করতে হবে এবং ওয়াকওয়ে ও গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে দূরে স্থাপন করতে হবে।
- বয়লার ওভারহেড-এর উপরে ন্যূনতম ৬ ফুট খালি রেখে আরসিসি ছাদ নির্মাণ করতে হবে।
- বয়লার পরিচালনার আগে ওয়াটার লেভেল ইনডিকেটর/গেজ গ্লাস চেক করতে হবে। ড্রেইন প্লাগ খুলে বদ্ধ বাতাস বের করে দিতে হবে।
- প্রতি ৭ দিনে একবার সেফটি ভাল্বের প্রেশার এবং সেফটি ভাল্বের ভাল্ব ব্লো-আপ চেক করতে হবে।
- প্রতি মাসে একবার করে ব্লো-হাউন-ভাল্ব চেক করতে হবে।
- Boiler Manufacturers Company Recommended PH Value-এর water ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতি বছর একবার Hydrostatic Hammer Test করতে হবে। সম্ভব হলে Ultrasonic Test করতে হবে।
- SOP (Standard Operating Procedure) ও রক্ষণাবেক্ষণ বই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ কর্তৃক প্রতিদিন মনিটরিং-এর মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপত্তার জন্য সচেতনতা ও সাবধানতার বিকল্প নেই। গুণগত মানসম্পন্ন বয়লার ক্রয়, দক্ষ ও উপযুক্ত লোক নিয়োগের মাধ্যমে এর পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণ এবং সেইফটি ইন্সট্রাকশন সঠিকভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা সম্ভব।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর